গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ
cooparative.kaliganj.jhenaidah.gov.bd

কালীগঞ্জ সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

(অক্টোবর ২০২৪ মাস পর্যন্ত)

ভিশন ও মিশন

- **রূপকল্প (Vision):** টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।
- **অভিলক্ষ্য (Mission):** সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।
- **কৌশল (Strategy):**

  ক) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

  ১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন;
  ২. টেকসই সমবায় কার্যক্রম গ্রহণ;
  ৩. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন

  খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

  ১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
  ২. কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
  ৩. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
  ৪. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কালীগঞ্জ এর বিগত ০৩ বৎসরের অর্জিত সাফল্য:

- সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।
- কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী প্রয়াসের ফলে সমবায়কে আরও গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে ও এর গুণগত মান উন্নয়নে সারাদেশে উৎপাদনমুখী ও সেবাধর্মী সমবায় গঠন, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন, সমবায় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।
- বিগত তিন অর্থবছরে মোট ১৩ টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং ২৬০ জন নতুন সমবায়ীকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থ বছরের ২২৪ টি ও ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২২৯ টি এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ৫০ টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রায় ১০০ জন সমবায়ীকে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ১০০ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহ:

- ৩ টি সমবায় সমিতি নিবন্ধনসহ ১ টি মডেল সমিতি সৃজন করা হবে;
- ৫০ জনকে চাহিদাভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ৯২% সমবায় এর নির্বাচন অনুষ্ঠান, নিরীক্ষিত কার্যকর সমবায় এর মধ্যে ৭২% এর এজিএম আয়োজন এবং ৫৫% সমবায় এর হিসাব বিবরণী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।
- ৫০ টি সমবায় এর পরিদর্শন এবং কার্যকর ৫৫ টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিত করা হবে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ:

- উন্নয়নমুখী ও টেকসই সমবায় গঠনের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ এর চ্যালেঞ্জ বহুবিধ।

- নানা শ্রেণি ও পেশার সম্মিলনে তৈরী হওয়া বৈচিত্রময় কার্যক্রমে পূর্ণ এ বিপুল সমবায়কে নিয়মিত অডিট করা, নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা এবং সদস্যদেরকে দক্ষ ও আন্তরিক সমবায়ী হিসেবে গড়ে তোলা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।
- সমবায়ীগণের চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান সময়ের অন্যতম দাবী। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় রুটিন কাজের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না।
- তাছাড়া মাঠপর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প না থাকায় সমবায়কে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না।

<u>সমবায় সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

০১। মোট সমিতির সংখ্যা:

সমিতির প্রকার	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
সাধারণ	১	৯৫	৯৬
পউবো	২	২৯৮	৩০০
মোট	**৩**	**৩৯৩**	**৩৯৬**

০২। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা:

সমিতির প্রকার	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক
সাধারণ	১৩	১২৭০৭
পউবো	২৯৮	৫৪৯৩
মোট	**৩১১**	**১৮২০০**

০৩। অডিট সম্পাদন (২০২৩-২০২৪):

সমিতির প্রকার	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা		অডিট সম্পাদন		মোট
	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	
সাধারণ	১	৫৫	--	২০	২০
পউবো	২	২৯৮	--	--	--
মোট	**৩**	**৩৫৩**	**--**	**২০**	**২০**

০৪। সমিতির শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকায় :(

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
২৯.০০	৩০৪.০৫	৩৩৩.০৫

০৫। সমিতির সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায় :(

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
৪৮.৪১	১৬২.৪৫	২১০.৮৬

০৬। সমিতির কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায় :(

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
৪৮২.৮২	১২১৮.৮৫	১৬০১.৬৭

০৭। সমিতির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান:

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
১৫	২০	৩৫

০৮। লভ্যাংশ বন্টনের পরিমাণ:

সমিতির প্রকার	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	বিতরণকৃত লভ্যাংশ (লক্ষ টাকায়)
সাধারণ	৩	১১৬	০.৫২
পউবো	০	০	০
মোট	**৩**	**১১৬**	**০.৫২**

০৯। ধার্যকৃত অডিট ফি (২০২২-২০২৩) (সরকারি রাজস্ব):

সমিতির প্রকার	ধার্যকৃত অডিট ফি (লক্ষ টাকায়)	আদায়কৃত অডিট ফি (লক্ষ টাকায়)	আদায়ের হার
সাধারণ	০.৬৬	০.৬৬	১০০%
পউবো	০.৩০	০.৩০	১০০%
মোট	**০.৯৬**	**০.৯৬**	**১০০%**

১০। ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল (২০২২-২০২৩):

সমিতির প্রকার	ধার্যকৃত সিডিএফ (লক্ষ টাকায়)	আদায়কৃত সিডিএফ (লক্ষ টাকায়)	আদায়ের হার
সাধারণ	০.৪০	০.৪০	১০০%
পউবো	০.১০	-	-
মোট	**০.৫০**	**০.৪০**	**৮০%**

১১। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প:

উপজেলার নাম	প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা	প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প দপ্তর হতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
কালীগঞ্জ	২	৫০	১০০.০০	৬.৩৯	আদায়যোগ্য অনুযায়ী
মোট	২	৫০	১০০.০০	৬.৩৯	

১২। আশ্রয়ণ প্রকল্পে তথ্য:

বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ণ (ফেইজ-২)	আশ্রয়ণ-২
আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা	-	০১	০৩
ব্যারাকের সংখ্যা	-	০৮	৮৯
পুর্নবাসিত পরিবারের সংখ্যা	-	৮০	৮৯
আবাস হতে ছাড়কৃত অর্থ	-	৫,৬০,০০০	-
আবাস এ ঋণ ফেরত	-	৪,৬৩,০০০	-
বিতরণ যোগ্য নীট ঋণ	-	২,৯১,০০০	-
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	-	২,৯১,০০০	-
ঋণ আদায় (আসল) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	-	৩,১০,১৩০	-
সার্ভিস চার্জ আদায় (ক্রমপুঞ্জিভূত)	-	২২,৯৭৩	-
আদায়ের হার	-	৯৮.৬৮%	-

সফল সমবায় সমিতি

লাইফ কেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: এর প্রতিবেদন ।

ভূমিকা : ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মালিয়াট ইউনিয়নের মালিয়াট গ্রামে লাইফ কেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করা হয় অত্র সমবায় সমিতিটি ০৯/০৯/২০১৩ খ্রি: তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং-৪৭/ঝি, । নিবন্ধিত ঠিকানা :গ্রাম:মালিয়াট, ডাকঃ মঙ্গালপৈতা, উপজেলা:কালীগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ । এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা কালীগঞ্জ উপজেলা ব্যাপী । এ সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা । সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। গঠিত এ মূলধন সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরন এবং বিতরনকৃত ঋণ থেকে মুনাফা আদায় করে চক্রাকারে উৎপাদনে

বিনিয়োগকরণ মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনে বিনিয়োগকরন মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ।

এ সমিতির মূল কাযক্রম ও লক্ষ্য হলো এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কাযক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সমূহ বাজারজাত করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা । এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে সুযোগ দানের মাধ্যমে সদস্যদের সচেতনা সৃষ্টিসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সমিতির উদ্দেশ্য

- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র বিমোচনে স্ব-কর্মসংস্থানমুলক উদ্যোগসমুহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা ।
- বেকারত্ব দুরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- নিরক্ষতা দূরীকরণে অবদান রাখা।
- আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করিতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- সমবায়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাযকর অবদান রাখা।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদান করা ।
- সমাজ কল্যানমূলক কাযক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ।
- নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কাযক্রম পরিচালনা করা।
- ভোগ্য পণ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরন করা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ন্যায্য মূল্যের দোকান ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপন করা।

সমিতির বর্তমান মূল কার্যক্রমঃ

সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকার পরিবারের সদস্যদেরকে এ সমিতিতে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুঁজিগঠনসহ ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচীঃ
সদস্যের সংখ্যাঃ এ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে সদস্যর সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে অর্থ্যাৎ ৩০/০৬/২৩ খ্রি: তারিখ পযন্ত ৬৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৪০ জন ও মহিলা ২৩ জন ।

বিভিন্ন কর্মসূচীঃ এই সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রয়েছে। যথা
১। সঞ্চয় জমা কর্মসূচী

২। ঋণ বিতরণ ।
৩। হাঁস মুরগিপালন ও গবাদিপশু পালন কর্মসুচী
৪। ন্যায্যমূল্য সদস্যদের মধ্যে পণ্য বিতরন।

কার্যক্রমের বর্ণনা:

শুরুতেই এ সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা । আর সে লক্ষ্যেই এ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এ সমিতিতে কার্যকরী মুলধনের পরিমাণ ৭,০৯,৬৮৮.০০ টাকা। গঠিত এ মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

কিভাবে সফল হলো তার বর্ণনা:

এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে উদ্বদ্ধ করে।

লভ্যাংশ বিতরণ অডিটফি ও সিডিএফ আদায়:
এ সমিতিতে প্রতিবছর ব্যায়ের তুলনায় আয় বেশি হয়ে থাকে। প্রতি বছর অডিট পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের মধ্যে বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ বিতরন করে থাকে। এছাড়াও সমবায় সমিতি আইন,(সংশোধন)২০২৩ এ ধারা-৩৪(১)(গ) এবং বিধিমালা,২০২৪ এর বিধি-৮৪(২) মোতাবেক ধাযর্কৃত সিডিএফ যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকে।

এ সমিতির ০৩ (তিন) অডিটবর্ষ ভিত্তিক অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধের বিবরণী নিম্নরুপ

অর্থ বছর	অডিট ফি পরিশোধের পরিমান	সিডিএফ পরিশোধের পরিমাণ
২০২০-২০২১	২৭৪০.০০	৮২০.০০
২০২১-২০২২	০.০০	০.০০
২০২২-২০২৩	১০০০০.০০	৩৭৯২.০০

অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ
এ সমিতি সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী প্রতি সমবায় বর্ষে নিরীক্ষা সম্পাদন করে থাকে।
ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্যঃ
এ সমিতির নামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসবি আছে। যার হিসাব নং ১৭০৭০৩১০১০৬১১৭ এবং ব্যাংক জমার পরেমাণ ৩৯,৯৭৩/- টাকা।
কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ
এসমিতর মাধ্যমে এলাকার নারী-পুরুষ সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে সমপৃক্তকরণে ভুমিকা রেখে চলেছে।

সেবামুলক কার্যক্রমঃ

এ সমিতির সদস্যদের বিশেষতঃ সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারনে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবা মুলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভুমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ

ক) মানবিক সহায়তা প্রদান।

খ) করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন সচেতনামুলক কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

গ) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গ্রহণ

৪) নারী নিযাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ রোধ,নারী ও শিশু পাচার রোধ,যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ।

সফল সমবায়ী

সমবায়ীর নাম : মোঃ আতাউর রহমান, পিতার নামঃ মোঃ মকবুল হোসেন সরকার, মাতার নামঃ বেগম আনোয়ারা সরকার, পুর্ণ ঠিকানা: গ্রামঃ বলিদাপাড়া, ডাকঃনলডাঙ্গা , উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ।

সমিতির নাম: প্রকৃতি মেডিকপস্ স্বাস্থ্য সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:, খ্রিঃ। রেজি নং- ০৮/খুল, তারিখঃ ২৫/০৩/২০১৩ খ্রিঃ।

সদস্য হওয়ার তারিখ: সমিতিটি ২০১৩ সালে নিবন্ধন লাভ করে। তিনি ২১/০৭/২০১৩ খ্রি: তারিখে অত্র সমবায় সমিতির সদস্য হন। তিনি বর্তমানে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি।

সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি সদস্য হিসেবে সমিতির যাবতীয় রেকর্ড ও হিসাবপত্র সংরক্ষণে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। তিনি সমিতির সদস্য হওয়ার শুরু হইতে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভায় উদ্বুদ্ধ পূর্বক নিয়মিত সদস্যগণকে পুজিঁগঠন করে সম্পদ বৃদ্ধিতে ভুমিকা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সমিতির নিজস্ব মূলধনের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ন আত্মনির্ভশীল ও সেবামূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ চেষ্টায় ২০ জন সদস্য হতে ৮০৫ জন সদস্যে উন্নীত করেছেন।

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন। তিনি হিসাব রক্ষকের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সকল রেকর্ড ও হিসাব সংরক্ষণ কাজ তদারকি করেন। তার দক্ষতা,বিচক্ষণতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কারণেই সমিতিটি সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সমিতিতে যাবতীয় রেকর্ডপত্র সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতি বছর বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হিসাব বিবরণী দাখিল করেন।

সমিতির শুরু থেকেই সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে তিনি ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করে পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম দৃঢ় প্রত্যয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণেই সমিতিটির শেয়ার ২২৩৫৫০০.০০ টাকা সঞ্চয় ৫৬৪৯৫০.০০ টাকা।

স্ব উদ্যেগী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে জনাব মোঃ আতাউর রহমান শুধু সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করেই স্থির থাকেননি, সমিতির সর্বোচ্চ শেয়ার ও সঞ্চয় জমাদানকারীদের মধ্যে তিনি একজন। সমিতির ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরনীর বিস্তারিত তালিকা দৃষ্টে তাঁর শেয়ার ৪০৫০০০.০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১১৫০০.০০ টাকা।

তিনি ইত:পূর্বে সমিতির সদস্য হিসেবে কোন ঋণ গ্রহন করেনি । বর্তমানে তাঁর কাছে সমিতির কোন ঋণ পাওনা নেই। তাছাড়া শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয় সকলের ঋণ গ্রহণ এবং গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে তিনি কঠোর মনোভাবাপন্ন।

সততার প্রতীক জনাব, মোঃশআতাউর রহমান নিজে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন স্বচ্ছ, প্রশাসনিক ও আর্থিক যে কোন অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম সম্পর্কে তিনি কঠিন মনোভাব পোষন করেন। তাঁর কঠোর অবস্থানের কারণে অদ্যাবদি উক্ত সমিতিতে কোন আর্থিক অনিয়ম বা আত্মসাতের কোন ঘটনা ঘটেনি। দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনাব, মোঃ আতাউর রহমান । সমিতি প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ ও যথাসময়ে সূচারুরুপে বাস্তবায়নের কারনে সমবায়ীরা তাঁর উপর যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন এবং তিনি তা যথাসম্ভব দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। সমিতির উন্নয়নমূলক সকল কর্মকান্ড তিনি সার্বক্ষনিক সরেজমিনে তদারকি করেন।

সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তিনি সমবায় আইন,বিধিমালা,উপ-আইন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত,আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমবায় সংক্রান্ত কোন আইন এমনকি কোন পরিপত্রের নির্দেশনা অমান্য করার কোন প্রমান নেই। এছাড়া সকলকে সমবায়ের বিদ্যমান আইন প্রতিপালনে সর্বদা উৎসাহিত করেন।তিনি সমবায় আইন বিধি ও উপ-আইনর বিধান প্রতিফলনে কর্মচারীদের পাশাপাশি সদস্যদেরও উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে তিনি একাধিকবার সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যথাসময়ে যথানিয়মে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ,সাধারণ সভাসহ সকল সভায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যকে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমানে তিনি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি পদে অবস্থান করছেন। সমিতির সকল কার্যক্রমে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে আসছেন।

কালীগঞ্জ উপজেলায় তিনি একজন আদর্শ সমবায়ী হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিটি অবস্থাতেই তিনি মনে-প্রাণে একজন সমবায়ী,সমবায়ের আদর্শ ও নীতি অনুসরণে তিনি উপজেলা ও জেলায় অবদান রেখে চলেছেন। সমবায়ের নীতি আদর্শের প্রতি তিনি অবিচল থেকে অন্যদেরকেও সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত হতে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। এলাকাই নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই তার প্রেরণ।

সমবায়ের একনিষ্টকর্মী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে অদ্যবধি সমিতির কাযর্ক্রম পরিচালনায় সময়ে সময়ে জারিকৃত সমবায় আইন, বিধিমালা, পরিপত্রসহ সমবায় সংক্রান্ত সকল প্রকার সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর নিজের সমিতি ছাড়াও তাঁর কর্তৃক সংগঠিত অন্য সমিতিগুলোকেও সমবায় আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে তিনি উৎসাহিত করে থাকেন।

তিনি সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এলাকার ও সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি তিনতলা বিশিষ্ট আধুনিক মানসম্পন্ন হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন যা সমবায় অঙ্গনে অনন্য সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান।

তিনি একজন উন্নয়ন কর্মী এবং দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে তিনি জাপান ভিত্তিক স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর সাথে জড়িত। জাপানের কৃষি সমবায় এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলাদেশেরও কৃষকদের মধ্যে সমবায় বিকাশে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, সমবায় এর পক্ষে সেমিনার আয়োজন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি গ্রাম্য জনগোস্ঠীর মাধ্যমে কেঁচো কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের উদ্যোক্তা, টেইনার্স, মাশরুম, মৎস্য, নার্সারী ও হাঁস-মুরগী পালনের উদ্যোক্তা সৃজন করেছেন।

তিনি সমবায় আন্দোলনে বিভিন্ন সময় অগ্রনী ভুমিকা পালন করেছেন। তার ব্যক্তিগত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই সমবায় সমিতির অভুতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এছাড়াও তিনি সময়ায় বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ

লিখেছেন। বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার ১৩টি গ্রামে প্রায় ২৮টি ক্ষুদ্র নারী সংগঠন তৈরি করতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন । এছাড়া তিনি বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি "ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব" সংগঠণের প্রতিষ্ঠাতা কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসিবে ২০০১ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দেশব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে মেলবন্ধনের ভূমিকা পালন করছেন এবংসমিতির নিজস্ব হাসপাতাল নির্মাণে নেতৃত্ব প্রদান করছেন। স্থানীয় দরিদ্র জনগনের আর্থিক সাহায্য প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, মেধাবী ও গরীব ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা সহ নিরক্ষরতা দুরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত হয়ে থাকে।

তিনি নিজেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমিতির প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি কালীগঞ্জে যে সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার বেশিরভাগ সদস্যই সমাজের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সমবায়ী শক্তির বিকাশে কাজ করে চলেছেন। মেসেঞ্জার গ্রুপ তথা সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার, কম্পিউটার বেজড্ এডুকেশন, সদস্যদের স্মার্ট ফোনের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সবাইকে সর্বক্ষনিক নির্দেশনা প্রদান,সংযুক্ত থাকা ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে সমবায় ভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ও সমবায়ী।

তিনি প্রকৃতি মেডিকপস্ স্বাস্থ্য সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব হাসপাতাল নির্মাণে ও নিয়মিত উচ্চমানের সেবার ভূয়সী ভূমিকা রেখে চলেছেন। উল্লেখ্য এ প্রতিষ্ঠানটি ক্যান্সারসহ সাবসেন্টার বিশেষায়িত সেবার ক্যাম্প পরিচালনা করে থাকে। অনলাইনের মাধ্যমে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করছে। এছাড়া সরকারী টিকাদান কেন্দ্রে ও স্বাস্থ্য পাঠশালা গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি একজন সফল এবং অভিজ্ঞ সমবায়ী। তাঁর সমবায়ের উপর যতেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমিতিতে যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ।

তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর এলাকার বিভিন্ন পরিবার থেকে তিনি সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করেছেন। সদস্য বৃদ্ধিতে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী ভূমিকার ফলে সমিতিতে স্থায়ীভাবে ০৯ জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

একজন প্রকৃত সমবায় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি মোঃ আতাউর রহমান ,তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। এ কারণে অফিসে এলেই তিনি কর্মচারীদের কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি নজর রাখেন এবং প্রয়োজনে